ভোরের কাগজ

তারিখ 08·SEP·[illegible]
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৮ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রাসঙ্গিক ভাবনা

নাইট স্কুল থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা— দেশের বিরাজমান নিরক্ষরতা থেকে পরিত্রাণের এক নতুন চিন্তা। এ চিন্তা ক্রমবিকাশমান। এর বিস্তৃতি হতে পারে সুদূরপ্রসারী। শ্রমজীবী শ্রেণীকে নিরক্ষর রেখে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব। তাই দেখা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নে ঘাটতি। সুতরাং লক্ষ্য গোষ্ঠীকে সাক্ষর করতে হবে।
নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যেই প্রধানত ব্রিটিশ-ভারত আমলে একবার ১৮৫৪ সালে এ উদ্যোগের আলামত পাওয়া যায়। এরপর ১৮৮২ সালে এবং ১৯১৭ সালেও সরকারি পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে সময় মেয়েদের লেখাপড়ায় বিধিনিষেধ ছিল। সম্ভবত তাই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কেবল পুরুষের জন্য। দিনে প্রত্যেকেরই কাজ থাকায় লেখাপড়া শেখানোর সময় নির্ধারণ হয় রাতে। তাই নাইট স্কুল।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের এখানেও জনসাধারণের মধ্যে গণ-চেতনাজাত মানসিকতার উন্মেষ ঘটে। এমন কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-গ্রামের কারোর দেউড়িতে, রাতে শ্রমজীবীদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেছে বলে ধারণা করা যায়। এখানেও মেয়েদের তেমন সুযোগ ছিল না। এ সময় একে 'গণশিক্ষা' নামে অভিহিত করা হয়।

ঔপনিবেশিক পাকিস্তানের শেষ নাগাদ এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালেও 'গণশিক্ষা' থেকে যায়। মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ে এবং তা 'বয়স্ক শিক্ষা' ব্যবস্থা নামে পরিচিত হয়। এ সময় দেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও উন্নয়নে এগিয়ে আসে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কিছুকাল আগেও এর নাম হয় 'অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।' না-উন্নয়ন থেমে থাকেনি। এজন্য দৃঢ় অবকাঠামো নিয়ে গড়ে উঠেছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর গড়ে উঠেছে। বেসরকারি পর্যায়ে ব্র্যাক, আহছানিয়া মিশন, প্রশিকা, মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, এফআইভিডিবি, নিজেরা শিখি, গণসাহায্য সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ব্র্যাকের কার্যক্রম দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্যগোষ্ঠী মূলত সবাই শ্রমজীবী। কিন্তু এদের রয়েছে বয়েসী পার্থক্য। সে সঙ্গে শ্রমের ভিন্নতা। আছে জীবনযাত্রা ও চাহিদার তারতম্য। এ সব মেনেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা হয়েছে— যা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নতুন পথে এগিয়ে দিতে সহায়তা করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করছে। প্রত্যেকেই এ শিক্ষার সময়মান (মেয়াদ) নয় মাস অথবা ১২ মাস ধরেছে। সাক্ষরতা অর্জনের পরবর্তী সময়ের মধ্যে 'অব্যাহত শিক্ষা' তিন মাস। সাক্ষরতা অর্জন হয় ছয় অথবা নয় মাসে।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথমতঃ সাক্ষরতা অর্জন পর্যন্তই মেয়াদ ধরা হয়েছিল। এতে পুনরায় নিরক্ষর হওয়ার সংখ্যা বেড়ে চলে। তখন সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচির ধারণা উন্মোচিত হয়। সেক্ষেত্রে নাম হয় 'অব্যাহত শিক্ষা'।
অব্যাহত শিক্ষাকে সময়মানে বাঁধা হলে তাও ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে— যদি না শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক তা গড়ে ওঠে। 'অব্যাহত শিক্ষা' ব্যবস্থা যেন অব্যাহতভাবেই চলে।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর চলমান ৪টি প্রকল্প দেশের বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে যথাক্রমে টিএলএম (সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন) ও কেন্দ্রভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তর মনে করে ২০০২ সাল নাগাদ সাক্ষরতার হার ৮৪%-এ উন্নীত হবে। এ কথা আমাদের আশান্বিত করে।
কিন্তু 'অব্যাহত শিক্ষা' উপকরণে কেবলমাত্র উন্নয়নধর্মী কিছু বই, পত্রপত্রিকা রয়েছে। অব্যাহত শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র লাইব্রেরি গঠন করলেই চলবে না। এতে সাক্ষরতা সুফলসম্পন্ন হবে না। সেখানে কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। হাতে-কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা নতুন সাক্ষরদের কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি ঘটবে এবং কর্মদক্ষতাই উন্নয়নের ঘাটতি দমন করবে। একেকটি 'অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র' উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞমহল আশা করি তৎপর হবেন। কারণ ইতিমধ্যেই অনেক নিরক্ষর সাক্ষরতা অর্জন করেছে।

যারা সাক্ষরতা অর্জন করেছে এবং বর্তমানে করছে- তাদের অনেকেই উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেছে। এটা অস্বাভাবিক নয়! কিছু তো উপরে উঠতে চাইবেই! এক্ষেত্রে শিক্ষকের কথা এসে যায়। একজন শিক্ষক তার নিজ এলাকার পরিচিত ২০ থেকে ৩০ জনকে পড়াতে সাহায্য করবেন। তাদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ভেদে সম্মানী ভাতা বা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব শিক্ষকের যোগ্যতা নবম শ্রেণী থেকে এসএসসি পাস। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সুপারভাইজার কর্তৃক। সেও এলাকাবাসী। সুপারভাইজার এইচএসসি পাস- প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মাস্টার ট্রেনারের মাধ্যমে জেলা বা বিভাগীয় পর্যায় থেকে। একজন শিক্ষক প্রতিষ্ঠান ভেদে ৪ থেকে ১০ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সাক্ষরতায় সহায়তার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষককে নিশ্চয়ই ভাষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয় -যা সত্যিকার রূপ দান করবে শিক্ষক এবং হৃদয়ঙ্গম করবে শিক্ষার্থী। সেই শিক্ষার্থী- যারা আমাদেরকে উন্নয়ন দেবে। এ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষার্থীর চিত্র তুলে ধরা যাক; একজন শিক্ষক শিক্ষার্থী জয়নালকে দেখিয়ে বললো- 'ওর কিছু প্রশ্ন আছে- যার বিশ্লেষণ আমি করতে পারিনি।' প্রশ্নগুলো জানা গেলো-'সুস্থ'-এর 'য', নেই, কিন্তু 'স্বাস্থ্য'-এ 'য' কেন? এছাড়াও 'সাবাশ'-এ শুধু 'স' রয়েছে কিন্তু 'স্বাধীনতা'-য় 'স্ব'-'স' নয় কেন? আবার '=র'; এক্ষেত্রে 'দর্শন'-'দরশন' নয় কেন? ইত্যাদি। শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দুর্বলতা এখানে স্পষ্ট।
শিক্ষার্থীদের এমন অনেক প্রশ্নই আজ ভাবনার দুয়ারে নতুন সূর্যালোকের আভা ছড়ায়। এ আভা তখনই প্রস্ফুটিত হবে- যখন শিক্ষক পাঠ-বিষয়াদির বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপনা করবে শিক্ষার্থীদের কাছে। তবেই সার্থকতা পাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গণ-চেতনামূলক। সে কারণে একে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যাবে না। একে পরিচর্যা নিতে হবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে। বলা যায়, তা হবে প্রথামুক্ত শিক্ষা। এখানে যিনি শিক্ষক হবেন, তাকেও সম্পূরক চেতনাসমৃদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ তা নেই। এক বছরের একটি সীমাবদ্ধ চাকরি পেয়ে প্রায় প্রত্যেকেই যেন বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়যুক্ত অনৈতিক মানসিকতা নির্ভর। যদিও আমরা জেনেছি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণসমূহ ও কৌশল নিপীড়িতের শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি'র শিক্ষাতত্ত্বকে অনুসরণ করে প্রণীত হয়েছে। কিন্তু প্রায় শিক্ষকদের মধ্যে সে বোধের বড়ো অভাব। এরা যেন পিটিআই-তে পাস করা পাঠশালার পণ্ডিত! অবশ্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়নে, সরকার 'জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একাডেমী' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। সেখানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকার্য পরিচালনা করার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকবে বলে জানা যায়।

সর্বোপরি কেন্দ্রভিত্তিক লেখাপড়ায় সীমাবদ্ধ নয়- জনগোষ্ঠীর কর্মোপযুক্ত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অব্যাহত শিক্ষাব্যবস্থা ক্রম-উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। তবে এর সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করছে দাতাগোষ্ঠীর ওপর। দাতাদেরকেও টেকসই ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অনুদান বাড়াতে হবে। নইলে এ শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জন্য অপশিক্ষা বা কূপমণ্ডুকতা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এখন থেকেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। নচেৎ কেবল স্বাক্ষরসর্বস্ব মানুষ পাবো— সাক্ষরতাসম্পন্ন নয়।

মাবরুক আলম : লেখক। একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত।